স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি'র নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী'র নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

নদী পুনঃখননের মাধ্যমে শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং নগর পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি, গত ৫ আগস্ট ২০১৩ এ প্রকল্পের চলমান কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার দিক নির্দেশনা দেন। এসময়ে অন্যান্যের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুস সালামসহ এলজিইডির কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে মাননীয় মন্ত্রী বেশ কয়েকবার এ প্রকল্প পরিদর্শন করে কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নগর পরিবেশের উন্নয়ন করা, নদী/খাল দখলমুক্ত করা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। একইসাথে নগরবাসীর বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

আগামী জুন ২০১৪ নাগদ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তের কথা থাকলেও তৎপূর্বে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। ■

পুনঃখননকৃত নরসুন্দা নদীর বর্তমান চিত্র

তথ্য প্রযুক্তি এখন নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে

বর্তমান বিশ্ব শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগসহ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ সরকারও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে তথ্য প্রযুক্তির উপর। সরকারের এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা তথ্য ও সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে ই-পরিসেবার মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, পাসপোর্ট, নাগরিক সনদ আবেদন, মোবাইল ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মানবাধিকার, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি এখন জনগণের জন্য উন্মুক্ত।

নগরবাসীর হাতের নাগালে তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত তিন বছর যাবত ইউপিপিআর প্রকল্প কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের নিমিত্তে কমিউনিটি এবং সরকারকে সহযোগিতা করে আসছে। সরকার পরিচালিত তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সাথে সিআরসির সেবাসমূহ আরও সক্রিয় করতে ইউপিপিআর প্রকল্প গত ১৮ জুলাই ২০১৩ এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের সাথে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। স্মারক অনুযায়ী, সিআরসি উন্নয়ন করে টাউন ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টার এবং পৌরসভা ইনফরমেশন সার্ভিস সেন্টারে রূপ নেবে। পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সদস্য সচিব, টাউন ম্যানেজার এবং উদ্যোক্তাগণকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেবা প্রদান আরও সহজতর এবং কার্যকর করা হবে।

এই সমঝোতা স্মারকের ফলে নগরকেন্দ্রিক দরিদ্র মানুষ সরকারের তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকে সহজেই অনেক পরিসেবা পাবে। উল্লেখ্য ই-তথ্য ও সেবাকেন্দ্র সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য http://a2i.pmo.gov.bd/ সাইটে পাওয়া যায়। (৭ পৃষ্ঠায় ছবি) ■

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ্, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল - ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৮১৫৯৩৭৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯১২০৪৭৬, ই-মেইলঃ se.urban@lged.gov.bd, সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নগর পরিবহন ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের শহরে ৬.২৭ মিলিয়ন লোক বাস করত যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১ সালে ২৮.৮১ মিলিয়নে এবং ২০১১ সালে ৩৯ মিলিয়নে দাঁড়ায়। আগামী ২০২১ সালে ৫০ মিলিয়ন লোক শহরে বাস করবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ঢাকা কেন্দ্রিকতা বর্তমান নগরায়নের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। ঢাকা কেন্দ্রিক এবং অসমপ্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের নগরায়নে প্রধানতম সমস্যা। নগরায়ন এতোই দ্রুত হচ্ছে যে, সে তুলনায় নগর অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, বড় শহরগুলোর আশেপাশে উন্নয়ন কেন্দ্র (Growth Center) গড়ে উঠছে যা পর্যায়ক্রমে নগরকেন্দ্র শহর বা মাঝারী শহরে রূপ পাচ্ছে। নগরায়নের এই ধারাবাহিকতায় বসবাসযোগ্য করতে বড় বড় শহরের উন্নয়নসহ মাঝারী শহর, নগর কেন্দ্র বা উৎপাদন কেন্দ্রের পরিকল্পিত উন্নয়ন জরুরী।

পরিবহন ব্যবস্থা সকল দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই প্রাচীনকাল হতে সেই সকল স্থানে শহর বা বানিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে যেখানে পরিবহন যোগাযোগ বা সংযোগ সুবিধা বিদ্যমান যেমন নদী, সড়ক বা রেলপথ। পরিবহন খাতের উন্নয়ন অধিক প্রতিযোগিতামূলক সাশ্রয়ী ব্যয়, সুশৃঙ্খল নগরায়ন, রপ্তানীমূখী প্রবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম নিয়ামক। কাজেই পরিবহন খাতের কাঙ্খিত উন্নয়নে প্রয়োজন ভবিষৎ উন্নয়ন নীতিমালা ও কৌশল যা পরিবহন সেবার মান উন্নয়ন ঘটাবে, জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়ক হবে। নগর ব্যবস্থাপনায় নগর পরিবহন খাত এখনও যথাযথ গ্রুরুত্ব পাচ্ছে না। সুতরাং জাতীয় উন্নয়নে শহর বা নগরীর ভূমিকা বিবেচনায় এনে নগর অবকাঠামো উন্নয়নে নগর পরিবহন খাতের গুনগতমান বৃদ্ধি করতে কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬ষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বড় শহর গুলোর পাশাপাশি মাঝারী শহর গুলিতে পরিবহন খাতে যানজট অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যানজটের এই সমস্যা প্রধানত:অবকাঠামোর অভাব এবং দূর্বল অবকাঠামো ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কারণে সমস্যা দিন দিন প্রকটতর হচ্ছে। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় সড়কের অপ্রতুলতা ও আধুনিক/স্থানীয় প্রযুক্তির উচ্চ মাত্রার যানবাহন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সেবার মান, নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি নগর পরিবেশ ক্রমাগত হুমকীর সন্মুখীন। নগরে দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, ট্রাফিক পলিসি, পর্যাপ্ত সড়ক সুবিধা, মটরাইজ্ড, নন মটরাইজ্ড যানবাহনের মিশ্রিত ব্যবহার, টেকসই গণপরিবহন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, ভূমি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং অপর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ পার্কিং সুবিধার অপ্রতুলতা আমাদের শহরগুলোর পরিবহন ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর দুর্বল করে তুলেছে। যে কারণে নগর পরিবহন ব্যবস্থা কাঙ্খিত গতিময়তা বৃদ্ধি করতে পারছেনা। দেশের প্রধান প্রধান সিটি সমূহের পাশাপাশি মাঝারি শহরেও অতিরিক্ত যানবাহন ও জনসংখ্যা সমান হারে বেড়ে চলেছে। সড়ক দুর্ঘটনা, যানজট, শব্দদূষণ এখন নিত্য দিনের ঘটনা। প্রাতিষ্ঠানিক এবং দক্ষ পেশাজীবীর অপ্রতুলতার কারণে এজাতীয় সমস্যা হর হামেশাই ঘটছে এবং এর হার বেড়েই চলেছে। উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ও নিরাপত্তার জন্য নগর পরিবহন খাতে পরিবহন নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন জরুরী। পরিবহন খাতে যে সকল সমস্যাগুলো প্রধানত লক্ষ্য করা যায় তা হল:

১। দ্রুত নগরায়ন, জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি, ট্রাফিক চাহিদা বৃদ্ধি; ২। দুর্বল অবকাঠামো এবং যানজট ব্যবস্থাপনা; ৩। অপর্যাপ্ত অবকাঠামো; ৪। দুর্বল ভূমি ব্যবস্থাপনা ও অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনা; এবং ৫। পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতার অভাব।

গত শতাব্দীর শেষদিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নগরায়ণের কারণে জনগণ পণ্যসেবা নিশ্চিত করণ ও দ্রুত যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য পুরোপুরি সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভরশীল। যার প্রভাব আমাদের দেশের নগরীতেও লক্ষনীয়। পণ্য পরিবহনে বর্তমানে যান্ত্রিক বহন যথা গাড়ি, ট্রাক,লরি, ভ্যান, রিক্সা ইত্যাদি বাহনের উপর নির্ভরশীল। জনগণের যান্ত্রিক বাহনের উপর নির্ভরতা ক্রমশ বেড়ে চলায় পরিবহন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শাক্তিশালী হচ্ছে না। এছাড়া ভূমি ব্যবস্থাপনাও এই উচ্চমাত্রার যান্ত্রিক বাহন ও সীমিত পরিবহন ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত প্রভাব, পরিবহন অবাকাঠামোর উচ্চ ব্যয়, সড়কের দুর্বলতা এবং বিকল্প ব্যবস্থার অনুপস্থিতে যানজট, অতিমাত্রায় শক্তির (এনার্জি) অপচয়, সড়ক দুর্ঘটনা এবং সর্বোপরি নগর পরিবেশ প্রতিনিয়ত কাঙ্খিত অগ্রযাত্রা ব্যহত করছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখতে নগর পরিবহন খাতে পরিকল্পিত পরিবহন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন অতীব জরুরী। নগর পরিবহনের ক্ষেত্রে ট্রাফিক যানজট, সড়ক দূর্ঘটনা, গণপরিবহন ব্যবস্থা, পথচারী চলাচল, পার্কিং ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে হালনাগাদ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাসহ কৌশলগত এবং সম্পাদিত নগর পরিকল্পনা প্রনয়ণ; পথচারী, নগর দরিদ্র এবং নারী ও শিশু বান্ধব ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং ট্রাফিক বিধিমালার প্রবর্তন ও কার্যকর প্রয়োগ সর্বোপরি টেকসই নগর পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সকল নগরীর জন্য এখনকার সময়ে গুরুত্বপূর্ণ।■

সিআরডিপি'র প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

৬ষ্ঠ পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এছাড়াও নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবিব, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেসালিস্ট মিঃ এ্যালেক্সান্ডার ফক্স, সিনিয়র প্রক্রিউরমেন্ট অফিসার জনাব একেএম ফিরোজসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। ■

ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

৪র্থ পাতার পর

জাপানের একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ দলের সাথে এলজিইডির উচ্চ পর্যয়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের মেয়র এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ যৌথ ভাবে সুশাসন, অবকাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্গঠন, অর্থব্যবস্থাপনা ও বাজেট এবং জন অংশগ্রহণের মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও নিবিড় সেবা প্রদানের কৌশল নির্ধারণের কাজ করছে।

কর্মশালার সভাপতি জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী কাজের অগ্রগতির জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি মনে করেন ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট আরবান সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক এবং কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ■

ইউজিআইআইপি-৩'র প্রারম্ভিক কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী,এলজিইডি। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোঃ নূরুল্লাহ্‌, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) সহ এলজিইডি এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দ্রুত নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে যুগোপযোগী সেবার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে

- ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের প্রারম্ভিক কর্মশালায় প্রধান প্রকৌশলী

সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবন যাত্রায়ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সৃষ্টি হয় নব নব চাহিদা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশও এগিয়ে চলেছে উন্নত জীবনের পথে। নাগরিকদের ধ্যান ধারণাও পাল্টে যায় পরিবর্তনের সাথে। দেশের প্রধান প্রধান নগরসমূহের নাগরিকদের জীবনমান বর্তমানে তুলনামূলক স্বাচ্ছন্দপূর্ণ। মাঝারি শহরসমূহের নগরবাসীরাও আধুনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। যে কারণে বদলাতে শুরু করেছে নাগরিক চাহিদা। পৌরসভারও এখন নতুন দৃষ্টিভংগী নিয়ে কাজ করার সময়। এ ক্ষেত্রে এলজিইডির সহায়তায় পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প একটি ব্যতিক্রমী সফল প্রকল্প হিসেবে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

দেশের ৩০টি পৌরসভায় নগর সুশাসন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে শুরু হওয়া প্রথম নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সাফল্যে সরকার ২০০৯ সালে ৩৫টি পৌরসভা নিয়ে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ প্রকল্পের কাজ শুরু করে। বর্তমানে ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের তৃতীয় ধাপ সমাপ্তির পথে। চলতি প্রকল্পের উত্তরোত্তর সাফল্যে এর তৃতীয় ধাপে আরও ১৬টি পৌরসভাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইউজিআইআইপি-১ ও ২ প্রকল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পৌরবাসীর চাহিদা মাফিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ এলজিইডির আরডিইসি ভবনে প্রারম্ভিক কর্মশালার মধ্য দিয়ে ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মশালায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান যুগের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে পৌরসভাকে কাজ করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রকল্পের সফল রূপরেখা প্রণয়নে অংশগ্রহণকারীদের নিবিড়ভাবে কাজ করার পরামর্শ প্রাদান করেন।

দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন, পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারের নির্দেশনা, পৌরসভার অর্গানোগ্রাম, জনবল নিয়োগ, সেবা প্রদান, পৌরসভায় অর্থের সীমাবদ্ধতাসহ বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও ইউজিআইআইপি-২ এর অধীনে ইউজিআইএপি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়।

প্রথম অধিবেশনে জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, এডিবি ম্যানিলার প্রিন্সিপাল আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেসালিস্ট নরিও সাইটু এবং ইউজিআইআইপি-৩, পিপিটিএ প্রকল্পের টীম লীডার মিঃ ভিনসেন্ট রটস্‌।

সমাপনী অধিবেশনে জনাব মোঃ নূরুল্লাহ্‌, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), চেয়ারপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশলায় অন্যান্যদের মধ্যে জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক, ইউজিআইআইপি-২সহ ইউজিআইআইপি-৩ পিপিটিএ'র পরামর্শকবৃন্দ, নমুনা পৌরসভার মেয়র, ম্যাব এর প্রতিনিধি, এডিবি প্রতিনিধি ও এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ■

ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাপান বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর অন্যতম। স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে জাপান সরকার বাংলাদেশকে নানা ধরণের প্রকল্প সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নসহ নানা প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের শহর ব্যবস্থাপনার উন্নয়নেও জাপান সরকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে জাইকার সহায়তায় এলজিইডি সমন্বিত শহর শাসন ব্যবস্থাপনা (ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট) প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন, স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান

প্রকল্পের মধ্যবর্তীকালীন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জাইকা বাংলাদেশ এর উদ্যোগে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব অশোক মাধব রায়, অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন) স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং মিস রিতসুকো হাগিওয়ারা, প্রতিনিধি, জাইকা, বাংলাদেশ উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মোঃ নূরুল্লাহ্, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), ও পরিচালক ইউএমএসইউ এবং প্রকল্প পরিচালক স্বাগত বক্তব্যে বলেন, ইউজিআইআইপি প্রকল্পের ধারাবাহিকতার সাথে কিছু নতুন সংযোজন নিয়ে তৈরী ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রকল্প। এটি নগর সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি চমৎকার ফ্রেমওয়ার্ক। এতে রয়েছে সমন্বিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক দিক নির্দেশনা।

বাস্তব সমস্যার কথা চিন্তা করে, জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ সচিব, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, প্রতিটি সিটি কর্পোরেশনের জন্য ভিশন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের আগামী পঞ্চাশ বছরের কথা ভাবতে হবে। তিনি ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেন বাস্তব সমস্যার কথা চিন্তা করে এবং জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে প্রতিটি সিটি করপোরেশনের প্রকল্প গ্রহণ করা উচিৎ। এ প্রসংগে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা চট্টগ্রামে অনেক সাইক্লোন সেন্টার তৈরী করেছি, এখন জলাবদ্ধতা দূরীকরণ অনেক বেশী জরুরী। এছাড়াও তিনি প্রতিটি সেক্টরের জন্য সুশাসন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশপাশি দ্রুত গতিতে দক্ষতার সাথে সকলকে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে আগামী ১০ অক্টোবর ২০১৩ এর মধ্যে প্রকল্পের ডিপিপি জমা দেয়ার বিষয়ে তাগিদ দেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাইকা প্রতিনিধি মিস রিতসুকো হাগিওয়ারা বলেন, জাপান বাংলাদেশের সিটি করপোরেশনের সাথে কাজ করায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের ধারাবাহিক উন্নয়নে জাপান সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মিঃ হিদিও সাকামোতো, ডেপুটি টিম লিডার, ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের মধ্যবর্তীকালীন অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি জানান, ইতোমধ্যে সিটি করপোরেশনগুলোর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট এবং স্টেক হোল্ডার কমিটিগুলোর সাথে ধারাবাহিকভাবে আলাপ আলোচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনগুলোর চাহিদা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সিটি করপোরেশনসমূহের চাহিদার তালিকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে রোড নেটওয়ার্ক, ড্রেনেজ ব্যস্থাপনার উন্নয়ন, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ ফ্লাইওভার নির্মাণ, সাইক্লোন সেন্টার, টাইডালগেইট, বাস টার্মিনাল এবং ট্রাক টার্মিনালসহ বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশের পাচঁটি সিটি করপোরেশন যথাক্রমে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, কুমিল্লা এবং গাজীপুরের সমন্বিত অবকাঠামো ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গত নভেম্বর ২০১২ সালে কার্যক্রম শুরু করে।

৩য় পাতায়

মিড টার্ম রিভিউ মিশন কর্তৃক সিআরডিপি পরিদর্শন

গত ০৯ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডা এর মিড টার্ম রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সদর দপ্তরের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেসালিস্ট, মিঃ মিং ইয়ান ফান মিশন প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর কাজের অগ্রগতি এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। রিভিউ মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং পরামর্শকদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং প্রকল্পের ব্যাচ-২ উপ-প্রকল্প সমূহ অনুমোদন করে। রিভিউ মিশন খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন; যশোর, নওয়াপাড়া, মোংলা পোর্ট ও নরসিংদী পৌরসভা এবং ফুলতলা ও মোগরাপাড়া নগর কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ■

এডিবি মিড টার্ম রিভিউ মিশন সিআরডিপি'র আওতায় যশোর পৌরসভা পরিদর্শন করে। এসময়ে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবিব, মেয়র, যশোর পৌরসভা এবং মিশন লিডার মিঃ মিং ইয়ান ফান, আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেসালিস্ট সহ এডিবি'র সদর দপ্তরের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নে বিবিধ কর্মশালা সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার, এডিবি, কেএফডব্লিউ, জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের সফল সমাপ্তির পর গত ১লা জুলাই, ২০১২, হতে পুরাতন ও নতুন পৌরসভা মিলে সর্বমোট ৪৭টি পৌরসভা নিয়ে প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভা সমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি অন্যতম একটি প্রধান উদ্দেশ্য। এবং এ উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে জিআইজেড এর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে দক্ষতাবৃদ্ধির কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পভুক্ত ৬টি পৌরসভা যথাক্রমে চাঁদপুর, ফরিদপুর, ঝালকাঠি, নাটোর, জামালপুর ও শ্রীমঙ্গলকে নির্বাচিত করা হয়।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা পর্যায়ে রিসোর্স কর্নার ও প্রশিক্ষণ পুল গঠনসহ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের (টিওটি) মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায়, গত ১ থেকে ৩ এপ্রিল, ২০১৩, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লাতে এই প্রকল্পের ৬টি পাইলট পৌরসভার প্রশিক্ষণ পুল এর সদস্যদের জন্য একটি রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি) কোর্স এর আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ নিজ নিজ পৌরসভার প্রশিক্ষণ চাহিদা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য ৬টি প্রশিক্ষণ বিষয় চিহ্নিত করে প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি করে প্রশিক্ষণ গাইড এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ সময়কালে বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারও প্রস্তুত করেন।

নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচীর (ইউজিআইএপি) সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৪ আগস্ট থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর সময়কালে হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির দক্ষতা উন্নয়ন, পৌরসভার নিজস্ব আয়ের উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব আয়ের সম্ভাব্য খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ, পৌর প্রসাশনে ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভা স্ট্যান্ডিং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক আরেকটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও গত ৪ ও ৫ এবং ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ জিপিডি টীম, জিআইজেড এবং প্রকল্প সদর দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, ঢাকায় প্রকল্পভুক্ত ১৬টি পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও কমিউনিটি ফিল্ড ওয়ার্কারদের অংশগ্রহণে কমিউনিটি মবিলাইজেশন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৬ষ্ঠ পাতায়

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কমিউনিটি ফিল্ড ওয়ার্কার ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এর উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক, ইউজিআইআইপি-২

কুষ্টিয়া শহরের পৌরবাজারে পরিচালিত, খাদ্যে ফরমালিন এর মাত্রা পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত নিয়মিত অভিযানে কুষ্টিয়া পৌর মেয়র জনাব আনোয়ার আলী ও পৌরকর্মকর্তাবৃন্দ

কুষ্টিয়া পৌরসভার উদ্যোগে খাদ্যে ফরমালিন এর মাত্রা পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত নিয়মিত অভিযান

জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে বর্তমানে কুষ্টিয়া পৌরসভা খাদ্যে ফরমালিন এর মাত্রা পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে স্থানীয় বাজারগুলোতে। নগরবাসীকে ফরমালিন মুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করা এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুষ্টিয়া পৌর মেয়র স্বয়ং অংশ নিলেন এবারের অভিযানে। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ কুষ্টিয়া শহরের পৌরবাজারে পরিচালিত অভিযান পরিদর্শনের সময় কুষ্টিয়া পৌর মেয়র জনাব আনোয়ার আলী, খাদ্যে ফরমালিন মেশানোর ফলে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ক্ষতিকর দিকগুলো ক্রেতা, বিক্রেতা উভয়ের সামনে তুলে ধরেন এবং এ ব্যাপারে পৌরবাসীকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া পৌরসভা বর্তমানে খাদ্যে ফরমালিন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক ও এর প্রতিরোধে করণীয় সম্বন্ধে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সভা ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) ত্রৈমাসিক সভায় নিয়মিত এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউএলসিসি) ও গণমাধ্যম সেল (এমসিসি) এর সভায়ও নিয়মিত এর প্রতিরোধে করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ■

সিআরডিপি'র আওতায় প্রকিউরমেন্ট অন এডিবি গাইডলাইন এন্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স প্ল্যান শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত এলজিইডি ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর কর্মকর্তাবৃন্দ

সিআরডিপি'র আওতায় প্রকিউরমেন্ট অন এডিবি গাইডলাইন এন্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স প্ল্যান শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ , এলজিইডি সদর দপ্তরে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডা এর সহায়তাপুষ্ট নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি) এর আওতায় প্রকিউরমেন্ট অন এডিবি গাইডলাইন এন্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স প্ল্যান এর ওপর এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

৩য় পাতায়

সিডিসি নেতৃবৃন্দ এখন

৭ম পাতার পর

অংশগ্রহণ এবং মিথস্ক্রিয়া তাদেরকে শুধুমাত্র নেতৃত্বের অবস্থান বুঝতেই সহায়তা করে না; একইসাথে নির্বাচনের প্রচারাভিযানে উৎসাহিত করে। খুলনা থেকে নির্বাচিত হাসনা হেনা বলেন, আমি যদি সিডিসির কার্যক্রমের সাথে জাড়িত না হোতাম তাহলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পেতাম না। নির্বাচনের আগে আমি আমার সিডিসির সদস্যদের কাছে কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলাম। তারা এ বিষয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

কাউন্সিলর মনিরা খাতুন বলেন, আমি আমার সাধ্যমতো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে যাবো। আমি অন্য সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীদেরকে অনুপ্রাণিত করবো যেন তারা আমার মতো নারী প্রতিনিধি হবার স্বপ্ন দেখে।

দরিদ্রদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইউপিপিআর-এর সক্রিয় ভূমিকা এবং সুবিধাবঞ্চিত নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের অনুদানের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক উপস্থিতিকেও ইউপিপিআর উৎসাহিত করে। সাম্প্রতিক নির্বাচিত নারী কাউন্সিলগণ নগর দরিদ্রদের জীবন মান উন্নয়নে কাজ করবে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

ইউপিপিআর প্রকল্প বাংলাদেশের নারীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অনগ্রসর নারীদের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হওয়া প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও ইতিবাচক অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। ■

ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার

৫ম পাতার পর

এদিকে গত ৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সময়কালে হাজীগঞ্জ, বসুরহাট, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, পাটগ্রাম, নীলফামারী পৌরসভায় জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পাদিত অবহিতকরণ কর্মশালাসমূহ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ■

জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, ইউপিপিআর এবং প্রকল্প পরিচালক, এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত (সংবাদ শেষ পৃষ্ঠায়)

সিডিসি নেতৃবৃন্দ এখন সিটি করপোরেশন কাউন্সিলর

বাংলাদেশের নারীরা ব্যাপকভাবে বৈষম্যের শিকার। ন্যায়বিচার এবং সেবাসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীরা পিছিয়ে। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং জীবনযাত্রায় অনেক সীমাবদ্ধতা। একইসাথে বাল্যবিবাহ এবং মাতৃত্ব এসব নারীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আরও দুর্বিসহ করে তোলে। ফলে বাংলাদেশী নারীরা একটি অনুন্নত সামাজিক অবস্থা, সীমিত রাজনৈতিক প্রভাব, চরম দারিদ্র্য, দুর্বল স্বাস্থ্য এবং অপুষ্টিতে ভোগে। পুরুষ শাসিত এই সমাজে নারীদের জন্য বিশেষত দরিদ্রদের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ করা এবং কমিউনিটি ও সরকারী নেতৃত্বের জন্য নির্বাচিত হওয়া বিরল ঘটনা।

ইউপিপিআর প্রকল্প বিগত বছরগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং কমিউনিটি উন্নয়ন কাঠামোতে একীভূত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে অনেকেই এখন নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে। সাম্প্রতিক সিটি করপোরেশন নির্বাচনে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গত ১৫ জুন ২০১৩ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে খুলনা, বরিশাল এবং রাজশাহী সিটি করপোরেশনে নয় জন নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন, যারা ইতোপূর্বে ইউপিপিআর কমিউনিটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে তারা ইউপিপিআর-এর ক্ষমতায়ন প্রচেষ্টা এবং কমিউনিটির সহযোগিতাকে সমর্থন করে বলেছেন যে, তাদের আজকের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে বিগত দিনে নেতৃত্ব দেয়ার অনুশীলন থেকে, যার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন ইউপিপিআর কমিউনিটিতে কাজ করে।

বরিশালের নির্বাচিত কাউন্সিলর জাহানারা বেগম জানান, ইউপিপিআর এর কমিটিতে যুক্ত হওয়ার কারণে এখন তিনি যে কোন সভা, কর্মশালা এবং সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। প্রকল্প থেকে পাওয়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ তাকে সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইউপিপিআর কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে

৬ষ্ঠ পাতায়

হাসনা হেনা এবং মনিরা খাতুনের মত আরও অনেক সিডিসি নেতৃবৃন্দ এখন সিটি করপোরেশনে কাউন্সিলর হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন

পরিকল্পনা মাফিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে-

১ম পৃষ্ঠা পর

তিনি বর্তমান শতাব্দীর ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তথ্য তুলে ধরে বলেন, চলমান শতাব্দীতে নগর পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করা একটি বড় ইস্যু। সুতরাং আমাদের সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে নগর পরিকল্পনার কথা ভাবতে হবে।

উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে মানব সৃষ্ট মহাপ্রলয় শুরু হয়েছে। ভবন ধ্বস, অগ্নিকাণ্ডে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এসব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমরা এই সেমিনারের আয়োজন করেছি। আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে বাঁচাতে হবে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

পরবর্তীতে প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর সভাপতিত্বে কারিগরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ও নগর পরিকল্পনার ক্রমবিকাশ এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট বিষয়ে জনাব খোন্দকার এম আনসার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স; ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ও নগর পরিকল্পনার আইনী কাঠামো, বিধিবিধান ও এর নির্দেশনা বিষয়ে স্থপতি ইকবাল হাবিব, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন; এবং ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ও নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে জনাব মোঃ নূরুল্লাহ্, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি বক্তব্য প্রদান করেন।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে সমাপনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, নগরের ইমারতসমূহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহে ইমারত অনুমোদনের জন্য যথেষ্ট দক্ষ লোকবল নেই। তিনি আরও বলেন, আলোচনার ভিত্তিতে সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সকল পৌরসভাকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করতে হবে। সর্বোপরি সকলকে দায়িত্ব নিয়ে দেশের জন্য কাজ করার আহবান জানান।

কারিগরী অধিবেশন ও মুক্ত আলোচনায় উপস্থাপিত সুপারিশমালা থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ৯টি সুপারিশমালা সরকারের নিকট উপস্থাপনের জন্য গৃহীত হয়। দিনব্যাপী এ সেমিনারে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংস্থার প্রায় ৬০০ জন আমন্ত্রিত অতিথি এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে তাঁদের মতামত পেশ করেন। ■

নগর সংবাদ

www.lged.gov.bd

নগর সংবাদ

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
এলজিইডির একটি
ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ৯ : সংখ্যা ৩৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- দ্রুত নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলকে যুগোপযোগী সেবার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে- ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের প্রারম্ভিক কর্মশালায় প্রধান প্রকৌশলী
- ইনক্লুসিভ সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- মিড টার্ম রিভিউ মিশন কর্তৃক সিআরডিপি পরিদর্শন
- ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নে বিবিধ কর্মশালা সম্পন্ন
- কুষ্টিয়া পৌরসভার উদ্যোগে খাদ্যে ফরমালিন এর মাত্রা পরীক্ষাকরণ অভিযান
- সিআরডিপি'র আওতায় প্রকিউরমেন্ট অন এডিবি গাইডলাইন এন্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স প্ল্যান বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- সিডিসি নেতৃবৃন্দ এখন সিটি করপোরেশন কাউন্সিলর
- তথ্য প্রযুক্তি এখন নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বারপ্রান্তে
- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী'র নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

এলজিইডি আয়োজিত ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি; প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, উপাচার্য, এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ও জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) এলজিইডি

পরিকল্পনা মাফিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে-

ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক সেমিনারে এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি

নগরের নানাবিধ সমস্যার সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভবন ধ্বস। ঢাকা চট্টগ্রামসহ দেশের কয়েকটি স্থানে ভবন ধ্বসের দুর্ঘটনায় নগরবাসীর আলোচনায় উঠে এসেছে এই নতুন আতংকের কথা। নগরে ভবনের ব্যাপক চাহিদা এবং ভূমির অপ্রতুলতার কারণে ইদানিং যত্রতত্র বহুতল ভবন গড়ে উঠছে। সরকারী বিধি বিধান লংঘন করে গড়ে ওঠা এসব ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবন মালিক, নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্টরা নগর পরিবেশ, ভবনের গুণগতমান, বিল্ডিং কোড ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় উপেক্ষা করছেন। কেবলমাত্র মুনাফার লোভে নির্মিত এসব ভবন হয়ে পড়ছে ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে ভবনে ফাটল, ধ্বস, অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। হচ্ছে জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি।

এই প্রেক্ষাপটে গত ৭ জুলাই ২০১৩ এলজিইডির উদ্যোগে নগর পরিকল্পনা ও ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ কাজে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ বি তাজুল ইসলাম, এমপি, বলেন, পুরাতন ভবন অবিচল দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু নতুন ভবন ধসে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে। এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এবং পরিকল্পনা মাফিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে ভবন ধ্বসের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হবে। তিনি রানা প্লাজা ট্রাজেডি থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবন ধ্বসের হাত থেকে জানমাল রক্ষা করে আধুনিক নগর গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী ভবন নির্মাণের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, আমাদের নগর জনসংখ্যা অতি দ্রুত বাড়ছে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। দেশে বিদ্যমান আইন ও পরিকল্পনা থাকলেও সে মোতাবেক বাস্তবায়ন নেই।

পরবর্তী পৃষ্ঠা ৭